বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৭৪০২৫
ঃ ৯৫৬০০৩১-৩৫/২৫০
E-mail:dgmbcbd@krishibank.org.bd

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ।

পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ (শানিব্যউবি) পরিপত্র নং-০৯/২০১৯ তারিখঃ ০৬-০৫-২০১৯ইং

বিষয়ঃ "বিকেবি লাখপতি স্কীম" প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই এবং সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি (SDG) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের প্রান্তিক জনসাধারণকে ক্ষুদ্র আয় হতে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য বিকেবি লাখপতি স্কীম চালু করার প্রস্তাব বিগত ২৮-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৪০৭ তম সভার অনুমোদন ও সুপারিশক্রমে ০২-০৫-২০১৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭৩৩তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। পরিচালনা পর্ষদের সদয় অনুমোদনক্রমে "বিকেবি লাখপতি স্কীম" সম্পর্কিত পরিপত্রটি জারি করা হলো। পরিপত্রটি ০৬-০৫-২০১৯ইং তারিখ হতেই কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত চালু থাকবে।

১.০। হিসাবের নামঃ-"বিকেবি লাখপতি স্কীম"ঃ

১.১। হিসাব খোলার যোগ্যতাঃ- প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজ নামে এ স্কীমের আওতায় এক বা একাধিক হিসাব খুলতে পারবে।

১.২। মেয়াদকাল, সুদের হার ও মাসিক জমার পরিমানঃ-

মাসিক জমার পরিমান	মেয়াদকাল	সুদের হার	মেয়াদান্তে মোট প্রদেয়
৯৫০.০০ টাকা	৭ (সাত) বছর	৮.২৫ শতাংশ	১,০০,০০০.০০ টাকা (সকল প্রকার কর্তনের পর)

সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক ১৫% হারে উৎসকর ও বর্তমান আবগারী শুল্ক কর্তনের পর মেয়াদপূর্তীতে গ্রাহককে ১,০০,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হবে।

হিসাব খোলার পর হতে ৬(ছয়) বছর পর্যন্ত প্রতি বার্ষিক হিসাব সমাপনীতে ৮.২৫% সুদ প্রদান করার পর ৭(সাত) বছর পূর্তিতে গ্রাহককে টাকা প্রদানের সময় উৎসকর, আবগারী শুল্ক (প্রযোজ্য হলে) ও অন্যকোন শুল্ক/কর কর্তনের পর গ্রাহককে ১,০০,০০০.০০ টাকা প্রদান করার জন্য যে পরিমান ঘাটতি থাকবে ঠিক সেই পরিমান সুদ প্রদান করতে হবে, সুদের হার যাই হোক কম বা বেশি সুদ প্রদান করা যাবেনা।

১.৩। উদ্দেশ্যঃ- ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে প্রান্তিক জনসাধারণকে ব্যাংকমুখী করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভবিষ্যত আর্থিক নিশ্চয়তা ও কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে এসডিজি (SDG) বাস্তবায়ন ও ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি।

১.৪। "বিকেবি লাখপতি স্কীম" হিসাব খোলা ও পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলীঃ-

ক) প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজ নামে এ স্কীমের আওতায় এক বা একাধিক হিসাব ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে মাসের যে কোন কর্মদিবসে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যে কোন শাখায় খুলতে পারবে।

খ) হিসাব যে তারিখেই খোলা হোক না কেন পরবর্তী মাস হতে ১০ তারিখের মধ্যেই নিয়মিত টাকা স্থানান্তর অথবা জমা করতে হবে। মেয়াদপূর্তির পর হিসাব খোলার তারিখে বা তার পরবর্তী কর্মদিবসে টাকা প্রদেয় হবে।

চলমান পাতা-২

গ) হিসাব খোলার সময় আমানতকারীকে তার যথাযথ/পূর্নাঙ্গ পরিচিতি (KYC) প্রদানসহ জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ড/জন্মনিবন্ধন সনদ/পাসপোর্ট এর ফটোকপি ও পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ০২(দুই) কপি ছবি প্রদান করতে হবে।

ঘ) গ্রাহকের যদি টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট থাকে তবে হিসাব খোলার সময় টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট জমা নিতে হবে এবং যথাযথভাবে হিসাব খোলার ফর্মে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ) হিসাব খোলার ফরমে মেয়াদকাল ও মাসিক জমার পরিমান (অংকে ও কথায়) স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকতে হবে; কোনরূপ কাটাকাটি, ঘষামাজা, উপরিলিখন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন কোন অবস্থাতেই গ্রহনযোগ্য হবেনা।

চ) এ হিসাবে গ্রাহক নগদে বা শাখায় রক্ষিত আমানতকারীর সঞ্চয়ী হিসাব হতে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাসিক কিস্তির টাকা জমা করতে পারবেন। গ্রাহককে মাসিক কিস্তির টাকা জমা প্রদানের জন্য যেকোন একটি পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। সঞ্চয়ী হিসাব হতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্থায়ী নির্দেশনা থাকবে, এরূপ নির্দেশনার জন্য কোন ফি/চার্জ কর্তন করা যাবে না।

ছ) নগদ জমার ক্ষেত্রে এ স্কীমের জন্য নিদিষ্ট জমার স্লিপ ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য স্কীমের জমার স্লিপের নমুনা মোতাবেক সাদা কাগজে ২৩৩-বিকেবি লাখপতি স্কীম লেখা সম্বলিত নিদিষ্ট জমার স্লিপ (এসিএফ-২৫৪) মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক মুদ্রণ করে শাখায় সরবরাহ করতে হবে।

জ) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাসিক কিস্তির টাকা জমা/স্থানান্তর করা না হলে পরবর্তী মাসে মাসিক ২% হারে জরিমানাসহ টাকা স্থানান্তর করতে হবে। একাধারে ৩ মাস এমন হলে হিসাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। স্কীমের পুরো মেয়াদে (৭ বছরে) সর্বোচ্চ ৭টি কিস্তি জরিমানাসহ জমা দিতে পারবে।

ঝ) এ স্কীমের আওতায় অগ্রীম কিস্তি জমা দেয়া যাবে। তবে জমাকৃত অগ্রিম কিস্তির উপর কোন সুদ প্রদান করা হবে না।

ঞ) প্রতিটি হিসাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রদেয় হবে। মাসিক ভিত্তিতে সুদ প্রভিশন রাখতে হবে। সুদ প্রদানের জন্য সূত্র- $A=P(1+r/n)^{nt}$ [A=Amount, P=Principal, r=Interest Rate (Decimal), n=Interest Compounded per year, t=Time Years]

ট) হিসাবটি চেকবিহীন হবে এবং মেয়াদপূর্তিতে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ হিসাবের টাকা প্রদেয় হবে।

১.৫। নমিনি মনোনয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলীঃ-

ক) আমানতকারীকে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে হিসাবের অবশ্যই নমিনী নিযুক্ত করতে হবে। আমানতকারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনীর ০১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ফর্মের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। নাবালক/নাবালিকাকেও নমিনী করা যাবে।

খ) আমানতকারীর জীবদ্দশায় এবং হিসাবের স্থিতি গ্রহনের পূর্বে নমিনীর মৃত্যু হলে ঐ মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে হিসাবধারী নতুন নমিনী মনোনয়ন করতে পারবেন। কেবলমাত্র আমানতকারীর মৃত্যুর পরই নমিনী হিসাবের অর্থ প্রাপ্য হবেন। এ ক্ষেত্রে সাকসেশন সার্টিফিকেট গ্রহনের প্রয়োজন হবে না এবং বিষয়টি শাখা পর্যায়েই নিস্পত্তিযোগ্য হবে। নমিনীকে হিসাবের অর্থ পরিশোধের সময় নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে।

- আমানতকারীর মৃত্যু সংক্রান্ত সনদপত্র।
- নমিনীর পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র/স্থানীয় চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/একজন গেজেটেড অফিসার বা ব্যাংকের ৯ম বা তদূর্ধ গ্রেডের একজন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র।
- নমিনীর আইনানুগ অবিভাবকের আবেদনপত্র ও পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (নাবালক/নাবালিকার ক্ষেত্রে)।

চলমান পাতা-৩

- নাবালক/নাবালিকার ক্ষেত্রে নমিনীর আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক শাখার একজন আমানত হিসাবধারীর সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত ইনডেমনিটি বন্ড (ক্ষতিপূরণ মুচলেকা)।

- আমানতকারী যে কোন সময় লিখিতভাবে তার মনোনয়ন বাতিল করে নতুন নমিনী মনোনয়ন করা যাবে।

১.৬। মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে টাকা উত্তোলন পদ্ধতি ঃ-

আমানতকারী লিখিত আবেদনের মাধ্যমে মেয়াদপূর্তির পূর্বে আমানত হিসাবটি বন্ধ করতে পারবেন। মেয়াদপূর্তির পূর্বে আমানত হিসাবটি বন্ধ করা হলে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরণ করে পাপ্য টাকা গ্রাহকের সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রদেয় হবে।

ক) মেয়াদপূর্তির পূর্বে ২ বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে কোন সুদ পাবেনা।

খ) ২ বছরের বেশি কিন্তু ৭ বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে সঞ্চয়ী হিসাবের সুদ হারে মুনাফা প্রদেয়।

১.৭। সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদান ঃ-

আমানতকারীকে আপদকালীন সময়ে/সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে তার হিসাবের স্থিতি লিয়েন রেখে নিম্নবর্নিত শর্তে ঋণ প্রদান করা যাবে ঃ

➢ ঋণ সীমা	ঃ	হিসাবে জমাকৃত আসলের সর্বোচ্চ ৮০%।
➢ ঋণের সময়কাল	ঃ	সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর।
➢ ঋণের প্রকৃতি	ঃ	সাধারন ও লিমিট আকারে চলমান বা সিসি (এ ক্ষেত্রে সিসির নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে)।
➢ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	ঃ	হিসাব খোলার পরেই হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে।
➢ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা	ঃ	শাখা ব্যবস্থাপক।
➢ সুদের হার	ঃ	এ স্কীমের হিসাবের সুদের চেয়ে ২% বেশী (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)।
➢ পরিশোধ পদ্ধতি	ঃ	কিস্তিতে/এককালীন পরিশোধযোগ্য। ঋণটি কোন অবস্থাতেই শ্রেনীকৃত হতে পারবেনা। এ ধরনের সম্ভাবনা দেখা দিলে স্কীমটি বন্ধ করে ঋণ হিসাব সমন্বয়পূর্বক অবশিস্ট অর্থ গ্রাহককে প্রদান করতে হবে।
➢ দলিল পত্রাদি	ঃ	ক) ডিমান্ড প্রমিসরি নোট। খ) লেটার অব লিয়েন। গ) লেটার অব এরেঞ্জমেন্ট। ঘ) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট। ঙ) সংশ্লিষ্ট আমানত হিসাবটি বন্ধ করে ঋণ হিসাব সমন্বয় (Set Off) করার সম্মতিপত্র।

১.৮। বিশেষ নির্দেশাবলীঃ

ক) হিসাবধারীর মৃত্যুর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাবটি বন্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ১.৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক হিসাবায়ন করে হিসাবের অর্থ যথাযথ নিয়মে নমিনি/উত্তোরাধীকারকে পরিশোধ করতে হবে।

খ) এ স্কীমের বিপরীতে গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধের পূর্বে আমানতকারীর মৃত্যু হলে আমানতের স্থিতি হতে ঋণের বকেয়া সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট স্থিতি (যদি থাকে) নিযুক্ত নমিনিকে বা উত্তরাধিকারীগণকে প্রদেয় হবে। কোন অবস্থাতেই ঋণের টাকা অসমন্বিত রাখা যাবে না।

গ) এ ছাড়া উক্ত স্কীমের জন্য পৃথক লেজার সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ) স্কীমটি ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রণীত বিধায় যে কোন সময় ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ স্কীমের যে কোন শর্ত সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঙ) হিসাবের মেয়াদপূর্তির পর গ্রাহককে তার প্রাপ্য টাকা এককালীন প্রদেয় হবে।

চ) এ স্কীমের আওতায় খোলা হিসাব ব্যাংকের এক শাখা হতে অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে আমানতকারীকে হিসাব স্থানান্তরের জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা স্থানান্তর ফি প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা-৪

২.০। হিসাব খাতঃ "বিকেবি লাখপতি স্কীম" হিসাবের জন্য জেনারেল লেজারে ২৩৩-"বিকেবি লাখপতি স্কীম" মুলখাত, ১৩৩/৩৭ AQ-"বিকেবি লাখপতি স্কীম" এর উপর প্রদত্ত সুদ উপখাত (ব্যয় খাত) এবং ৪১/৯১- "বিকেবি লাখপতি স্কীম" এর উপর সুদ প্রভিশন উপখাত নামে ৩ টি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.০। এ স্কীমটি প্রবর্তনের ফলে শাখাসমূহের আমানত বৃদ্ধি পাবে। স্কীমটি জনপ্রিয় ও আমানতকারীগনের নিকট আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারনা চালাতে হবে; এ উদ্দেশ্যে শাখাসমূহ কর্তৃক দর্শনীয় স্থানে ব্যানার, পোস্টার ও লিফলেটের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে শাখা ও অন্যান্য কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যাপক প্রচার কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(৫৯)/২০১৮-২০১৯/১৬৫৪ তারিখ ঃ ০৬-০৫-২০১৯ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গনের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মিরপুর, ঢাকা।
০৬। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। নথি/মহানথি।

০৬/০৫/২০১৯

(মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক